প্রতিঘাতের প্রাথমিক বিষয়

প্রতিঘাতের প্রাথমিক বিষয়

প্রতিঘাতের মুখ্য দিকগুলি

- উন্মোচন: অন্যায়কে জনসমক্ষে আনা, আড়াল করাকে চ্যালেঞ্জ জানানো
- পরিত্রাণ: নিশানাকে বৈধতা দেওয়া, মানহানি করাকে চ্যালেঞ্জ করা
- নয়া-আধারে সাজানো: অন্যায়টিকে জোর দিয়ে দেখানো, অন্য রকম ব্যাখ্যা হাজির করাকে পালটা বিরোধিতা করা
- নয়া-দিকনির্দেশ: সাহায্য-সমর্থনকে সমাবেশিত করা, সরকারি যোগাযোগ-মাধ্যমগুলি থেকে সতর্ক থাকা
- প্রতিরোধ: ভয় দেখানো ও ঘুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো

প্রতিঘাতের আদর্শ-রূপটি অন্যায়ের বিরোধিতা করার বিশেষ-কৌশলগুলিকে নিয়ে তৈরি।

প্রতিঘাত: কোনো একটি আক্রমণের তখনই প্রতিঘাত হয় বলা যেতে পারে, যখন সেটি যেই আক্রান্ত হোক না কেন তার পক্ষে আরও সাহায্য-সমর্থন বা মনোযোগ গড়ে তোলে। কোনো অন্যায় করলে বা নিয়মবিধি ভাঙলে, অপরাধীর ক্ষেত্রে সেটা প্রতিঘাত হতে পারে।

প্রতিকূল জনমত বা বিরোধীদের তরফে বড় ধরনের কর্মকাণ্ড দিয়ে প্রতিঘাত বোঝা যেতে পারে। এমনকী অপরাধী কোনো অন্যায় করে পার পেয়ে যাচ্ছে মনে হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তার উলটো ফল হতে পারে।

ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলির অধিকাংশ অন্যায়ের ক্ষেত্রেই প্রতিঘাত হয় না, কারণ তারা তীব্র ক্রোধকে কমিয়ে আনতে পারে।

কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ কমিয়ে আনার পাঁচটি পদ্ধতি

১) কার্যকলাপকে আড়াল করা

২) নিশানার মানহানি করা

৩) যা ঘটেছে তার অন্য রকম ব্যাখ্যা হাজির করা

৪) ন্যায়বিচার হচ্ছে বাইরে বোঝানোর জন্য সরকারি যোগাযোগ-মাধ্যমগুলি ব্যবহার করা

৫) জড়িত লোকজনদের ভয় দেখানো বা পারিতোষিক দেওয়া

তীব্র ক্রোধ কমিয়ে আনার পাঁচটি পদ্ধতি এবং সেগুলি একটি ঘটনার সঙ্গে কী-ভাবে সম্পর্কযুক্ত সে-সম্পর্কে উপলব্ধি এবং প্রতিক্রিয়া।

প্রতিঘাতের দুটি পরিস্থিতি

১) কোনো একটি কার্যকলাপকে অন্যায়, অনুচিত, মাত্রাতিরিক্ত বা সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয়েছে।

২) কার্যকলাপটি সম্পর্কে তথ্য সংশ্লিষ্ট শ্রোতা-দর্শকদের জানানো হয়েছে।

কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধ জাগিয়ে তোলার পাঁচটি পথ

১) কার্যকলাপটি জনসমক্ষে আনা

২) নিশানাকে বৈধতা দেওয়া

৩) কার্যকলাপটিকে অন্যায় বলে ব্যাখ্যার উপর জোর দেওয়া

৪) সাধারণ জনতার উদ্বেগের বিষয়গুলিকে সমাবেশিত করা (এবং সরকারি যোগাযোগ-মাধ্যমগুলিকে এড়িয়ে চলা)

৫) ভয় দেখানো ও পারিতোষিক দেওয়াকে প্রতিরোধ করা এবং তা জনসমক্ষে আনা

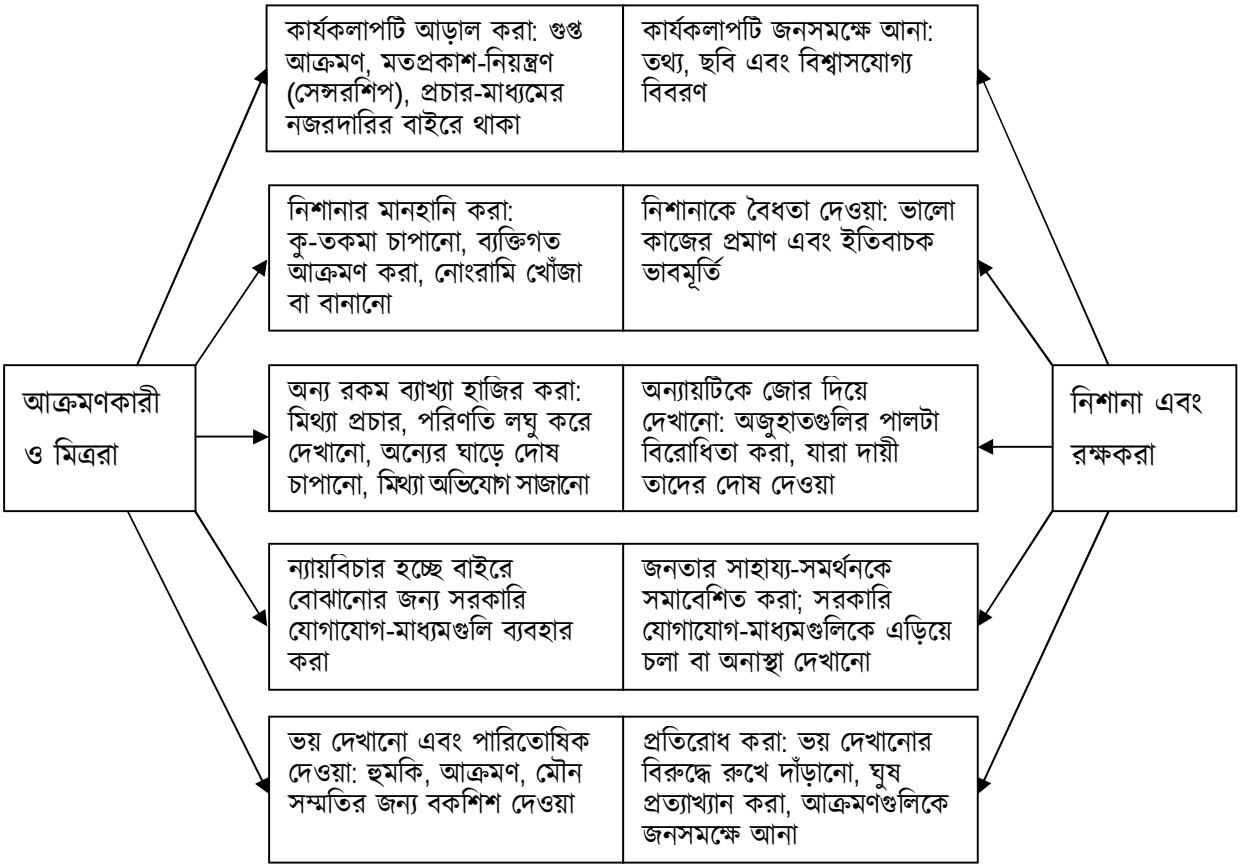

একটি অতিরিক্ত বিবেচনা: যোগাযোগের সময় নির্ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে তিনটি প্রাসঙ্গিক উপাদান কোনো বার্তা গ্রহণ করাকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল:

১) **গ্রহণ করার সামর্থ্য:** অন্যায় সম্পর্কে, অর্থাৎ ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে, ভিত্তি-স্তরের সংবেদনশীলতা। জনগণ যদি ইতিমধ্যেই কোনো এক ধরনের নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন থাকে, তা হলে কোনো নতুন ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিক্রিয়া আরও জোরালো হবে। সামাজিক আন্দোলনগুলি গ্রহণ করার সামর্থ্যকে তৈরি করতে বা বাড়িয়ে দিতে পারে।

২) **তথ্যের পরিবেশ:** দৃশ্যমানতা, বিশিষ্টতা (অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে তুলনা করে)। এ-ছাড়া আর কী ঘটছে? অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যদি খবরে প্রকাশিত হয়, তা হলে কোনো একটি অন্যায় খুব সামান্যই প্রচারমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

৩) **কার্যকলাপ চালানোর উপযুক্ত পরিবেশ:** সামাজিক আন্দোলনগুলির অস্তিত্ব, কার্যকলাপ চালানোর সুযোগ। সক্রিয়-কর্মীরা যখন কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে, তখন হঠাৎ কোনো অন্যায় ঘটলে সেটার প্রতিঘাত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

একটি উদাহরণ: একটি জমায়েতে পুলিশ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের মারধর করেছে

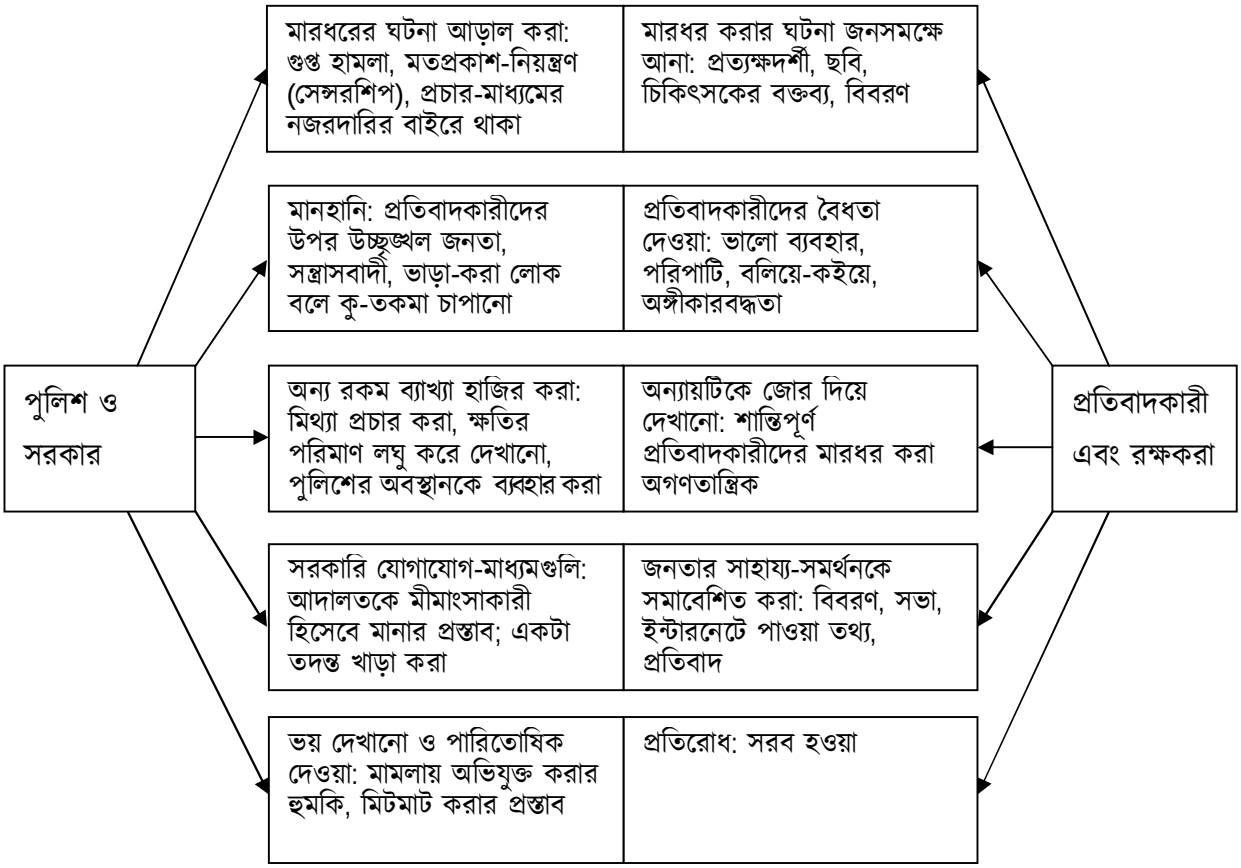

উন্মোচন, পরিত্রাণ, নয়া-আধারে সাজানো, নয়া-দিকনির্দেশ আর প্রতিরোধ — এই পাঁচটিকে কোনো অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অথবা সেটাকে বাধা দেওয়ার একটা পথ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন, পুলিশের আক্রমণকে বাধা দিতে প্রত্যক্ষদর্শী এবং ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত থাকা, ভাবমূর্তি ভালো করতে পারে এমন পোশাকের ঠাটবাট রাখা এবং আচরণ করা, ইত্যাদি।

প্রতিঘাত সম্পর্কিত প্রকাশনা

মতপ্রকাশ-নিয়ন্ত্রণ (সেন্সরশিপ), মানহানি, যৌন-হয়রানি, স্কট পারকিনের নির্বাসন, পুলিশের মারধর, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের বেপরোয়া-হত্যা, অত্যাচার, গণহত্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে সংগ্রামগুলিতে কী ধরনের বিশেষ-কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ জানতে http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html দেখুন (অথবা সার্চ ইঞ্জিনে “Brian Martin backfire” লিখুন)

স্কট পারকিনকে অস্ট্রেলিয়া থেকে নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ব্রায়ান মার্টিন, bmartin@uow.edu.au

দূরভাষ ০২-৪২২১ ৩৭৬৩

বর্তমান সংস্করণ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২